শিক্ষা আনন্দময়

কাজলী শিশু বার্তা

(শিখি সৃষ্টির আনন্দে)

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০০৯

সম্পাদকীয়

"শিখি সৃষ্টির আনন্দে" এই ব্রত নিয়ে কাজলী শিশু বার্তা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বাগতম। সূচনা সংখ্যায় যেমনটি বলেছিলাম- প্রতিটি সংখ্যায় থাকবে বিভিন্ন অঞ্চলের কেন্দ্রের খবরা-খবরের পাশাপাশি কাজলী শিক্ষকদের মতামত, অনুভূতি এবং স্বপ্ন কথা, কেন্দ্রের তালিকা, কেন্দ্রকে ঘিরে বিশেষ কোন উদ্যোগ কিংবা কেন্দ্র সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই শুরু করতে যাচ্ছি কাজলী মডেলের শিক্ষন-পঠনের উপর ধারাবাহিক লেখা। প্রথম কিস্তিতে থাকছে পকেট বোর্ডে বিভিন্ন ধরণের কার্ডের ব্যবহার প্রণালী। আমাদের উদ্দেশ্য এই ধারাবাহিক আলোচনার মধ্য গোটা কাজলী'র শিক্ষাদান পদ্ধতি তুলে ধরা।

বরাবরের মত এবারও দেশে এবং বিদেশে কাজলী কেন্দ্রের সাথে যুক্ত সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সকলের সুস্থতা কামনা করছি। কাজলীর স্বপ্নকে এগিয়ে নিতে আগামীতেও আপনাদের সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এ বিশ্বাস রেখে এই সংখ্যা থেকে বিদায় নিচ্ছি।

শুভ কামনায়-

সাইফুজ্জামান রানা

শিক্ষিকার চিঠি

আমি মোছাঃ হোসনে আরা বেগম মায়া। আমাদের গ্রামে ছোট একটি ক্লাব ছিল। ক্লাবে একদিন আমাদের গ্রামের সবাইকে ডাকা হয়েছিল। সেখানে কাজলী মডেল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। সেই প্রথম আমি কাজলী মডেল সম্পর্কে জেনেছি। কাজলীর নিয়ম কানুন আমার ভাল লেগেছে। সেই থেকে আমার ইচ্ছা আমি কাজলী মডেল স্কুল চালাব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার বেংহারী ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদে তিন দিনের ট্রেনিং করি। সহিফ রানা ভাই মূল প্রশিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করেন। আমি উৎসাহিত হয়ে কাজলী মডেল স্কুল শুরু করি। আমি বর্তমানে কাজলী মডেলের একজন শিক্ষিকা। আমি কাজলীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

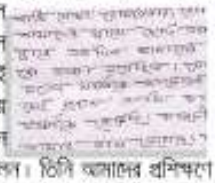

মোছাঃ হোসনে আরা বেগম মায়া, তেপুকুরিয়া, বাজীপাড়া, বোদা, পঞ্চগড়

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামে ২০০৩ সালের ১লা জানুয়ারীতে এই গবেষণার কাজ শুরু হয়। আমি প্রথম থেকেই শিক্ষক হিসেবে ছিলাম এবং আছি। আশা রাখি আগামীতে থাকবো। এই একটা কেন্দ্র দিয়ে শুরু হলেও আজ দেশের বিভিন্ন এলাকাতে কাজলী কেন্দ্র ছড়িয়েছে। এটা আমার গর্বের বিষয়। কাজলী মডেলের প্রথম থেকে আজকের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ভবিষ্যতে হয়তো আরও কিছু নতুনত্ব হবে। প্রথম থেকেই চেয়ারম্যান স্যারের সঙ্গে এই গবেষণার কাজ করছি। স্যারের আইডিয়াগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি।

বর্তমানে এই কেন্দ্রের শিশুরা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। প্রাইমারী এবং হাইস্কুল আমার কেন্দ্র থেকে বেশি দূরে নয়। সব সময় যোগাযোগ রাখি। দেখতে যাই। আমার বাচ্চারা তুলনামূলকভাবে ভাল করছে। কিছু বাচ্চা ভাল করার কথা অথচ হচ্ছে না। এর কারণ বাড়িতে নিরক্ষর মা-বাবা গরীব, গাইডের অভাব। শিশুরা আমার কেন্দ্রে এসে পড়তে পেরে আনন্দ পায়। আমারও ভাল লাগে। এইটা একটা আনন্দময় শিক্ষা। শুধু বাচ্চাদের জন্য নয় শিক্ষিকাদের জন্যও।

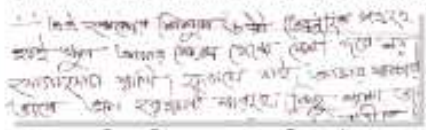

আমি যে স্বপ্ন নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলাম যেমন (আরও শিক্ষিকা হবে, এই শিক্ষা আরও শিশুরা শিখবে, কাজলী মডেলের কথা সারা বাংলাদেশ জানবে। সবার কাছ থেকে নতুন কিছু শিখবো।) অল্পদিনেই সেইটা বাস্তবায়িত হয়েছে ভেবে ভাল লাগে। প্রথম থেকেই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজটি করে আসছি এবং করবো। আগামীতে আরও ভালো করবো এই আশা করছি।

দিপালী, কাজলী, মাগুরা

সারাদেশে কাজলী মডেল কেন্দ্র সমাচার

উদ্যোগ-১: বাকুপাড়া (প্রধান পাড়া), বোদা পঞ্চগড়, কাজলী মডেল কেন্দ্রের শিশুর মায়েরা তাদের সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে এক বাড়িওয়ালা শ্রী বকুল চন্দ্রের সহযোগিতায় কেন্দ্র ঘরটি তৈরি করা হয়েছে। সে কেন্দ্রে মা ও বাবারা এসে ঘরের মাটি কাটা ও ঘরের বেড়া সকলেই মিলে তৈরি করেছেন। যে স্থানটিতে ঘরটি অবস্থিত সে স্থানের জায়গা ৪ শতক জমি শ্রী বকুল চন্দ্র দান করেছেন এবং তারা বলেন যে সাইদুর ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তার জন্যই আমাদের এখানে কেন্দ্রটি করতে পেরেছি। সে আমাদের অন্যান্য জায়গার উদাহরণ দেন এবং তার প্রমাণ দেখান ছবি। তারই আলোকে আমাদের এলাকায় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্যোগ-২: গত ৬ আগস্ট তারিখে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার স্থায়ী বাসিন্দা স্বর্গীয় শ্রী লক্ষণ দাসের ছোট ছেলে জনাব চড়ামণি দাস কাজলী মডেলের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে অত্র অঞ্চলে কেন্দ্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশীদার হিসেবে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্‌, বাংলাদেশকে (রিইব) গৌরনদী পৌরসভার উত্তরপালদি গ্রাম থেকে ৬ (ছয়) শতাং জমি দানপত্র করে দিয়েছেন। এই ঘটনা অত্র এলাকায় কাজলী কেন্দ্রের পক্ষে সমাজের অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রিইব এর নামে কাজলী মডেলের জন্য জমি দানপত্র কার্যক্রমে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন কাজলী কেন্দ্রগুলো কিভাবে স্থায়ীত্ব পেতে পারে এমন একটি গবেষণা প্রকল্পের মাঠ সহকারী জনাব আহসান উল্লাহ।

কাজলীতে যেভাবে শিখি................

প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কাজলী মডেলের শিখন শিক্ষণ পদ্ধতির অন্যতম দিক হলো আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেখা। আর এই শেখার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বই খাতার দরকার হয় না, তার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের কার্ড খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে শিশুদের শিখতে সহায়তা করা হয়ে থাকে মাত্র। এই উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি বিচারে কেউ কাজলী মডেলকে (Doing learning process) করণ সাপেক্ষ শিখন কিংবা (Look and Say method) দেখা এবং করা অথবা (Try and Error method) প্রচেষ্টা এবং ভুল শিখন পদ্ধতির সমন্বয় বলতে পারেন। আমরা বলব এই তিন পদ্ধতির সমন্বয়ে এক নতুন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় কাজলী মডেলে। কাজলী মডেলে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অনন্যতা দান করেছে এর শিক্ষা উপকরণসমূহ। তাই এখানে বই, খাতা, পেন্সিলের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের কার্ড যা কাজলীর ভাষায় পকেট কার্ড নামে পরিচিত তা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এই কার্ড ব্যবহারের জন্য রয়েছে কাপড়ের তৈরি অনেকগুলো পকেট যুক্ত বোর্ড। শিশুরা এই বোর্ডে কার্ড দিয়ে খেলতে খেলতে পড়তে শিখে যায়। লেখার জন্য রয়েছে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরণের ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবস্থা। একটি কাজলী কেন্দ্রে ২ ফুট চওড়া এবং ৩২ ফুট লম্বা ব্ল্যাকবোর্ড থাকে যাতে করে সকল শিশু একই সাথে কিছু লিখতে বা আঁকা আঁকি করতে পারে। এছাড়াও শিশুর শারীরিক, মানসিক সৃজনশীলতা এবং ভাষাগত দক্ষতা বিকাশের জন্য রয়েছে বিভিন্ন খেলা ও কার্যক্রম। যা পর্যায়ক্রমে এই প্রতিবেদনে লেখা হবে। এই সংখ্যায় শুধু পকেট বোর্ডে পকেট কার্ড ব্যবহারপ্রণালী আলোচনা করা হলো:

পকেট কার্ড ব্যবহারের ধাপসমূহ:

১ম ধাপ: *(ছবি বের করা খেলা)*

প্রথম সেট বা ১ নং ব্যাগ থেকে ছবিযুক্ত ১০ টি কার্ড শিক্ষিকা কেন্দ্রের পকেট বোর্ডে সাজিয়ে শিশুদের বলতে বলবেন এই গুলো কিসের কিসের ছবি। কেউ বলবে আম, কেউ বই, কেউ বল ইত্যাদি বলতে থাকবে। এরপর শিক্ষিকা সবাইকে বলবেন, এখন তোমরা বোর্ড থেকে ছবি আনবে এবং তার নাম বলবে। সবার আগে কে আসবে ? অনেকে হাত তুলবে তার মধ্য থেকে একজনকে বলবেন তুমি 'বল' এর ছবিটা বের করে সবাইকে দেখাওতো। শিশুটি উঠে বোর্ডের কাছে যাবে এবং ছবির কার্ডগুলোর ভিতর থেকে যদি 'বলে'র ছবিটি বের করতে পারে তাহলে অন্যরা হাততালি দিয়ে বলবে 'ঠিক হয়েছে'। যদি ভুল হয় তাহলে শিশুদের মধ্য থেকে অন্য কেউ ঠিক করে দেবে । এখানে শিক্ষিকা নিজে ঠিক ছবি বের করে দেবেন না। তিনি শুধু দেখবেন শিশুরা কিভাবে কাজটি করে । একই প্রক্রিয়ায় শিক্ষিকা একে একে সকল শিশুকে দিয়ে এই কার্ড বের করা এবং দেখানো কাজটি করবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কতক্ষণ বা কয়দিন ধরে চলবে প্রথম ধাপের এই কার্যক্রম? উত্তর হচ্ছে শিক্ষিকা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হচ্ছেন যে সকল শিশু এই ছবিগুলোর নাম বলতে পারছে এবং তা বের করে অন্যদের দেখাতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ছবি দেখে দেখে শব্দ বের করার খেলা চলতে থাকবে।

২য় ধাপ: *(ছবি দেখে ছবি/শব্দ বের করা)*

দ্বিতীয় ধাপের প্রথমে শিক্ষিকা প্রথম সেট বা ১ নং ব্যাগ থেকে ছবির ১০ টি কার্ডের পাশাপাশি ছবি ছাড়া বাকি ১০ টি কার্ড (যে কার্ডে একই সব শব্দ আছে তবে ছবি নেই) বোর্ডে যোগ করবেন। এবার শিক্ষিকা শিশুদের মধ্য থেকে আগের মতোই বলবেন এবারে আমরা আগের খেলার সাথে অন্য আরও একটি খেলা যোগ করবো। (খেলা বলা হচ্ছে এই কারণে যাতে শিশুরা বুঝতে না পারে তাদের পড়ালেখা শেখানো হচ্ছে। তাদের কাছে যেন মনে হয় কেন্দ্র আসলে খেলার জায়গা। মোট কথা শিশুরা যাতে আনন্দে থাকে সে দিকটা খেয়াল রাখতে হবে।) এই খেলাটা খেলতে কে আসবে ? অনেকেই হাত তুলবে। আচ্ছা তুমি আগে হাত তুলেছ তাহলে তুমি এসো । তুমি 'আম'-এর ছবিটি বের করে আমাদের দেখাওতো। এ পর্যায়ে শিশুটি ছবি সম্বলিত 'আম' কার্ডটি বের করতে পারবে। এবার শিক্ষিকা শিশুটিকে বলবেন দেখোতো নিচে যেখানে ছবি নেই সেই কার্ডগুলোর ভিতর 'আম' লেখা কার্ডটি বের করতে পারো কিনা। এবার শিশুটি ছবির কার্ডটি হাতে নিয়ে বোর্ডে ঝোলানো সব কার্ডগুলোর ভেতর থেকে মিলিয়ে মিলিয়ে 'আম' লেখা কার্ডটি বের করে সকলকে দেখাবে । ঠিক হলে অন্যরা হাততালি দেবে বা ঠিক হয়েছে বলবে। (এই খেলাটিতেও প্রথম ধাপের মত সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষিকাকে খেয়াল রাখতে হবে কোন শিশু যেন বাদ না পড়ে যায়)। এইভাবে শিক্ষিকা একে একে সব শিশুকে দিয়ে এই ছবি ছাড়া কার্ড বাছাই করা খেলাটি করাবেন । যতক্ষণ পর্যন্ত সকল শিশু এক দৌড়ে এই কার্ডগুলো বের করে আনতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় খেলা চলতে থাকবে। শিক্ষিকার কাছে যদি মনে হয় সব শিশু ছবি ছাড়া এই কার্ডগুলো ঠিক ঠিক চিনেছে তবেই তিনি পরের ধাপ শুরু করবেন। (এখানে মনে রাখতে হবে সময় কোন ব্যাপার না, শিশুরা একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিখে ফেলে)।

৩য় ধাপ: *(ছবি ছাড়াই ছবি/শব্দ বের করা খেলা)*

প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে শিশুরা যা করেছে এই ধাপে এসে তা একটু পরীক্ষা করে দেখা হবে যে শিশুরা ঠিক ঠিক মত শব্দগুলো চিনেছে কিনা। তৃতীয় ধাপে এসে পকেটবোর্ডে শুধু ছবিছাড়া ১০ টি শব্দের কার্ড থাকবে ছবিযুক্ত কার্ডগুলোকে শিক্ষিকা বোর্ড থেকে সরিয়ে ফেলবেন। এখানে শিক্ষিকা শিশুদের বলবেন এবার আরো একধরণের খেলা করবো। কেউ বলতে পারবে এখানে কি কি শব্দ লেখা আছে? শিশুদের মধ্যে অনেকেই বলবে বই আছে, কেউ বলবে বল আবার কেউ বলবে ঘর অথবা অন্য একজন বলবে আম এভাবে বলতে থাকবে। এখন শিক্ষিকা প্রথম ধাপের মতে যে আগে হাত তুলেছে তাকে বলবেন তুমি আমাদের একটা জগ শব্দটি দেখাও। অন্যজনকে বলবেন তুমি বল, আরো একজনকে বলবেন আম বের করে দেখাও। এইভাবে সকল শিশুকে দিয়ে পর্যায়ক্রমে এই খেলাটি চলতে থাকবে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি ধাপে একই নির্দেশিকা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ খেলাটি চলতে থাকবে।

প্রতিবেদক: সাইফ রানা, চলবে .....

সম্পাদনা পরিষদ: ড. শামসুল বারি, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ড. কোরবান আলী
নির্বাহী সম্পাদক: সাইফুজ্জামান রানা, *মুদ্রণ: ইমপ্রেস মিডিয়া কম. ০১৯১৪ ৩৮৩০২৫*

একটি কাজলী মডেলের গল্প

"খিদিরপুর কাজলী মডেল শিশু শিক্ষাবিকাশ কেন্দ্র"

খিদিরপুর, নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার একটি গ্রাম। গ্রাম বলতে যা বোঝায় এই গ্রামের ক্ষেত্রে তার বিকল্প নেই। ঢাকা থেকে সড়ক পথে সরাসরি নরসিংদীর মনোহরদী থানার চালাকচর বাজার পর্যন্ত বাস চলে। তারপর রিক্সা যোগে পিচঢালা সরু আকা বাকা পথে প্রায় ১০/১২ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে এই গ্রামের অবস্থান। খিদিরপুরকে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম বলা যায়। কারণ এখানে একটি বাজার, বাজার সংলগ্ন একই সাথে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রসা ও একটি কলেজ রয়েছে। এখানকার মানুষের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। কৃষি নির্ভর এই গ্রামীণ জন জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া একটু আধটু লাগতে শুরু করলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। এই গ্রামেই ২০০৫ সালের মে মাসে শিক্ষিকা মোছাঃ রওশন আরা'র বাড়িতে একটি কাজলী কেন্দ্রের যাত্রা শুরু আর আজও তা পরিচালিত হচ্ছে বলতে গেলে শিক্ষিকার নিজস্ব প্রচেষ্টায়।

শিক্ষিকা রওশন আরা, বয়স ৩৯ কি ৪০ হবে। স্বামী আব্দুস সালাম একজন কৃষক। নিজের যতসামান্য জমি চাষের পাশাপাশি অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার পরিচালনা করেন। বিবাহিত জীবনে ২ ছেলে ও ১ মেয়ের মা। আর দশ জন বাঙ্গালী মেয়ের মত তাঁরও ৫ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায়, ফলে পড়া-লেখার পাঠ আর এগোয়নি। স্বামী সংসারের ব্যস্ততার মাঝে কেটে গেছে অনেকটা সময়। তারপর এলো ২০০৫ সালের সেই সুবর্ণ সুযোগ। রাজি হয়ে পড়লেন গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত "কাজলী মডেল"র" শিক্ষক হতে। এই শিক্ষিকার সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে চালাকচরের স্থানীয় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা " সন্ধানী সমাজ সেবা সংস্থা'র নিবাহী পরিচালক জনাব সামাদ আজাদের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে তিনি পরবর্তিকালে আর কেন্দ্রগুলো দেখাশুনা করতে পারেননি। এখানে বলে রাখা ভালো যে চালাকচর এলাকাতে ২০০৬ সালের মধ্যে ৫০ টি'র অধিক কাজলী কেন্দ্রের ট্রেনিং ও উপকরণ দিয়ে কেন্দ্রগুলো শুরু হয়েছিল আর এগুলোর মূল ভূমিকায় ছিলেন সামাদ আজাদ। সমাজকে প্রস্তুত না করে অনেক কেন্দ্র করায় এর বেশিরভাগ টিকে থাকেনি। কয়েকটি কেন্দ্র আজও টিকে আছে তার মধ্যে খিদিরপুরের এই কেন্দ্রটি অন্যতম। বর্তমানে এই কেন্দ্রের শিশুর সংখ্যা ৩০ জন এর মধ্যে ১০ জন মেয়ে ও ২০ জন ছেলে শিশু রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এযাবতকালে এই কেন্দ্র থেকে মোট ৮৮ জন শিশু স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তাদের পড়াশুনা অব্যহত রেখেছে। এখন এ কথা বলা যায় যে, কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খিদিরপুর গ্রামে তথা অত্র এলাকাতে বেশ পরিচিত নাম। এই পরিচিতির পিছনে আরো একটি কারণ হচ্ছে শিক্ষিকা এই কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে প্রতিবছর জাতীয় দিবসগুলো যেমন ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৬ই ডিসেম্বর, স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছেন। তার মধ্যে ছিল শহীদ মিনারে ফুল দেয়া, বিজয় দিবসে র‍্যালি, খেলাধুলারর আয়োজন, শিশুদের স্থানীয় বাজার ঘুরে দেখানো ইত্যাদি। রিইব থেকে কোন প্রকার অর্থ সাহায্য ছাড়া এই কেন্দ্রটি কিভাবে বিগত বছরগুলো হ'তে পরিচালিত হয়ে আসছে? আমাদের গবেষণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, প্রথম যখন শিক্ষিকা রওশন আরা তাঁর বাড়িকে এই কেন্দ্রটি শুরু করেন, তখন কোন ঘর ছিল না। শিক্ষিকা তার বাড়িতে উঠানে খোলা জায়গায় শিশুদের নিয়ে সময় কাটাতেন। বর্ষার দিনে তার ছোট ঘরের মধ্যে কোনমতে কিছু একটা করার চেষ্টা করতেন। এভাবেই চলে ২০০৫ সাল পর্যন্ত। বছর শেষে দেখা গেলো যে এখান থেকে শেষ করে যাওয়া শিশুরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের তুলনায় ভালো করছে এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক খোঁজ নিতে পাঠালেন এই শিশুরা কোথা থেকে তৈরি হয়ে এলো। প্রথমে সহকারী শিক্ষক এলেও পরে প্রধান শিক্ষক নিজে আসেন কাজলী শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করতে। তিনি মুগ্ধ হন কাজলীর শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখে এবং কাজলীর গুণগান অন্যদের কাছে প্রচার করতে থাকেন। এতে করে খিদিরপুর কলেজের প্রিন্সিপাল কেন্দ্র দেখতে আগ্রহ দেখান এবং তিনি ও তার কয়েকজন সহকর্মী এই কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। শুধু তাই না স্থানীয় ব্র্যাকের ম্যানেজার অনেকবার এটি দেখে গেছেন। দিনে দিনে কেন্দ্রের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শিশুদের উন্নতি ঠিকই হচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রের জন্য ঘর নেই, শিক্ষকের বেতন নেই তাহলে এই কেন্দ্র চলবে কিভাবে। স্থানীয় লোকজন এই কেন্দ্রের মালিককে খুজতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে এই প্রতিবেদক নিজে গ্রামবাসীদের সাথে কাজলী কেন্দ্রের প্রকৃত মালিক কে এবং গ্রামবাসীর কি ভূমিকা তা নিয়ে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে তারা বুঝতে সক্ষম হন যে এটি তাদেরকেই চালাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুস সকলে মিলে কেন্দ্রের জন্য একটি টিনের দোচালা ঘর তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। আর শিক্ষকের সম্মানীর ব্যাপারে শিশুর মায়েরা মাসে ১০/২০ টাকা করে দিয়ে থাকেন। এতে দেখা যায় যে কোন মাসে শিক্ষক ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পেলেও কোন মাসে আবার ১০০ টাকাও উঠে না। শত অভাব অনটনের মধ্যেও শিক্ষিকা কাজলী কেন্দ্রটি পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

গত ২৪ মার্চ ২০০৯ তারিখে দুপুরে তাঁর ঘরে বসে জানতে চেয়েছিলাম কোন প্রেরণায় আপনি অ্যাতসব করছেন আর কাজলী বিষয়ে আপনার ভবিষ্যৎ ভাবনা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলে তা আমি তার ভাষাতেই বলি- "আমার অনেক দুঃখ আছে। অনেক ছোট বেলায় বিয়ে হয়ে যায়, ইচ্ছা থাকলেও আর পড়তে পারিনি। আমি তখন ৫ম শ্রেণীতে পড়তাম। বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। আর তাছাড়া আমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা সবায় শিক্ষিত কিন্তু আমি মূখ থেকে গেলাম। আমার এই সব শিশুদের নিয়ে থাকতে ভালো লাগে। এই কেন্দ্র করার ফলে এলাকায় আমার সুনাম হয়েছে। সবাই আমাকে সম্মান করে। আমি চাই এই কেন্দ্রটি সারা জীবন চালাতে। আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলের বৌ এটি পরিচালনা করবে"।

টুকরো খবর

গত ১৩ ও ১৪ জুলাই ২০০৯ তারিখে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার কারিতাস (এনজিও) এর অফিসে অত্র অঞ্চলের ১৪টি নতুন কাজলী কেন্দ্রের শিক্ষক প্রশিক্ষণ হয়ে গেলো। এতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন কাজলী প্রকল্পের সমন্বয়কারী সাইফ রানা এবং সহযোগীতা করেন গৌরনদীতে কাজলী কেন্দ্রে অগ্রণী জনাব আহসান উল্যাহ। এই দুই দিনের প্রশিক্ষণ মূলত পরিচালিত হয় কাজলী মডেলর শিখন-পঠণ এবং সামাজিক অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিকের উপর। কাজলী মডেলর নতুন শিক্ষকদের জন্য এটিই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

লেখা আহ্বান

"কাজলী শিশু বার্তা" নামের শিশু শিক্ষা সম্প্রসারণ বিষয়ক পত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ কিভাবে এক একটি গ্রামে বা পাড়ায় নিজস্ব প্রচেষ্টায় কাজলী কেন্দ্র গড়ে তুলছে এবং সেগুলো পরিচালনা করছেন তার খবরা-খবর অন্যান্য এলাকার সকলের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। কাজলী কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিশেষ করে শিক্ষিকাদের কাছে আহ্বান এখন থেকে আপনারা আপনার কেন্দ্র বিষয়ে যে কোন ঘটনা বিশেষ করে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, ভবিষ্যৎ ভাবনা অথবা আপনার কেন্দ্র পরিচালিত হবার গল্প আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন। এমনকি আপনার কেন্দ্রের শিশুদের আঁকা কোন ছবি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সেটিও পাঠাতে পারেন। এখন থেকে আপনাদের লেখা ও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে এই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মনে রাখবেন এটি আপনাদেরই পত্রিকা। তাই রিইব-এর ঠিকানায় লেখা পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।

কাজলী মডেল
বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন সংযোজন

দেশের দরিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক জনগণের শিশুদের শিক্ষা ও স্কুলমুখী করে তোলার লক্ষ্যে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার কাজলী গ্রামে একটি শিশু শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। প্রায় তিন বছরের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজলী শিশু শিক্ষা মডেল গড়ে ওঠে। বর্তমানে সারা দেশে এই ধরণের প্রাক-বিদ্যালয় কাজলী কেন্দ্রের সংখ্যা শতাধিক। গত ছয় বছরে প্রায় বারো হাজার শিশু এইসব কেন্দ্রে একবছর সময় অতিবাহিত করে স্থানীয় প্রাইমারি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কেন্দ্র খোলার জন্যে সহায়তা চেয়ে অব্যাহতভাবে আবেদন আসছে।

কাজলী মডেল কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- শিশুদের শিক্ষা ও স্কুলমুখী করে তোলার পাশাপাশি নিরক্ষর বাবা-মায়েদের শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা।
- সমাজের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সারাদেশে শিক্ষা প্রসারে সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে সামান্য খরচ প্রয়োজন হয় তা যেন সমাজের ভিতর থেকে আসে, বাইরের সাহায্য ছাড়াই কেন্দ্র টিকে থাকতে পারে এবং এ ব্যাপারে সমাজের হৃত গৌরব ফিরে আসে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) গবেষণা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বাস করে, যে কোন ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রমে যাদের জন্য উন্নয়ন সেই সব মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়ন কখনো স্থায়ী হয় না। সারা বাংলাদেশে কাজলী মডেল শিশুশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে রিইব জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানাবোধ তৈরির কাজটি করার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে রিইব সহযোগী-শক্তি হিসাবে শুধু প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষিকা-ট্রেনিং সহায়তা করে।

এক নজরে কাজলী শিশুশিক্ষা বিকাশ মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- বই, খাতা, পেন্সিলের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের ছবিযুক্ত ও ছবিছাড়া কার্ডের মাধ্যমে খেলার ছলে শিশুদের লিখতে-পড়তে অঙ্ক শিখতে সহায়তা করা হয়।
- লেখা বা আঁকাআঁকার জন্যে সকল শিশুর জন্য কেন্দ্রঘরের ব্ল্যাকবোর্ডে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকে।
- শিশুর মায়েরা প্রতিদিন পালাক্রমে (প্রতি মাসে একবার করে) কেন্দ্রের সকল শিশুর জন্য খাবার পরিবেশন করেন।
- শিশুদের উপর কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় না বরং শিখতে সহায়তা করার আনন্দময় পরিবেশ তৈরির দিকে ঝোঁক দেয়া হয় বেশি। তাই কাজলী মডেলের শ্লোগান হচ্ছে "শিক্ষা আনন্দময়"।

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ এলাকা/গ্রামে সমাজের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কাজলী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ঘর নির্ধারণ থেকে শুরু করে শিক্ষক নির্বাচন এবং তাঁর জন্য ন্যূনতম (৫০০/- টাকা) মাসিক সম্মানীর ব্যবস্থা করতে পারলে উপকরণ ও ট্রেনিং সহায়তার জন্য রিইব-এর ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কাজলী কেন্দ্রের নামের তালিকা

১.লক্ষীচাপ ডাঙ্গাপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা : শ্রীমতি সুমিতা রাণী
স্বামী : সুনিল চন্দ্র রায়
গ্রাম: হরিনন্দির পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া, ডাক: লক্ষীচাপ কাছারী
থানা ও জেলা : নীলফামারী

২. মিলবাজার কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা : তহুরা বেগম
স্বামী : আজিজুল হক
গ্রাম : পঞ্চপুকুর মিলবাজার, ডাক: পঞ্চপুকুর
থানা ও জেলা : নীলফামারী

৩. পঞ্চপুকুর সবুজপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা : সায়রা বানু
স্বামী : মাহফুজুর রহমান
গ্রাম : পঞ্চপুকুর সবুজপাড়া, ডাক : পঞ্চপুকুর
থানা ও জেলা : নীলফামারী

৪. ময়দানপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা : মোছাঃ ফাতেমা আক্তার
পিতা : জব্বর আলী
গ্রাম : ভেড়ভেড়ি ময়দানপাড়া, ডাক : হাজারী হাট
থানা : কিশোরগঞ্জ, জেলা : নীলফামারী

৫. ছাতুনামুল মাস্টারপাড়া কাজলী মডেল শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
শিক্ষিকা : জীবনাহার আক্তার
পিতা : আব্দুল ওহাব মাস্টার
গ্রাম : পুটিমারী মাস্টারপাড়া (ছাতুনামুল)
ডাক : কালিকাপুর, থানা : কিশোরগঞ্জ, জেলা : নীলফামারী

৬. কামদেবপুর কাজলী মডেল কেন্দ্র
শিক্ষিকা : মোছাঃ আরজিনা বেগম
স্বামী : আলফাজ আলী
গ্রাম : কামদেবপুর, ডাক : কামদেবপুর
থানা : বিরল, জেলা : দিনাজপুর

৭. কাজীরহাট পাঠানপাড়া কাজলী মডেল কেন্দ্র
শিক্ষিকা : লায়লা আক্তার
পিতা : আব্দুল জলিল
গ্রাম : পাঠানপাড়া, ডাক : জলঢাকা
থানা : জলঢাকা, জেলা : নীলফামারী

৮. ডাবরভাঙ্গা কাজলী মডেল কেন্দ্র
শিক্ষিকা : রহিমা খাতুন
স্বামী : হামিদুল ইসলাম
গ্রাম : ভজেনবাড়ি, ডাক : মানিকপীর
থানা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়

৯. ভজেনবাড়ি তেলিপাড়া কাজলী মডেল কেন্দ্র
শিক্ষিকা : মোছাঃ মেহেরুন আক্তার
পিতা : মোঃ ফজলুল হক
গ্রাম : ভজেনবাড়ি, ডাক : মানিকপীর
থানা : বোদা, জেলা : পঞ্চগড়

বিঃদ্রঃ এখানে কয়েকটি কেন্দ্রের নামের তালিকা দেয়া হলো আগামীতে প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু করে পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্রের নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হবে।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
কাজলী শিশু বার্তা ত্রৈমাসিক সাময়িকী
বাড়ি # ১০৪, রোড # ২৫, ব্লক # এ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, ফোন: ৮৮৬০৮৩০-১
ই-মেইল: rib@citech-bd.com, ওয়েব: www.rib-bangladesh.org, www.rib-kajolimodel.org